

ঢেকি মান-এ গিয়েও ধান ভানে

কাজী জহিরুল ইসলাম

আপনি যদি আইভরিকোস্টের মান শহরের অতি সন্নিকটে অবস্থিত দুটি গ্রাম পেতি জিবপ্পু এবং কাসাপ্পুতে যান তাহলে শুনবেন, কু-উ-উ ঢেক, কু-উ-উ ঢেক, শব্দের সঙ্গীত। মানের মেয়েরা এখন ঢেকিতে কাসা বা কিংবা ধান ভানছে। কি অবাক হচ্ছেন? অবাক হওয়ারই কথা। তবে অবাক হয়ে লাভ নেই, ঢেকি যখন স্বর্গে গেলেও ধান ভানে, মানে গেলেতো ভানবেই। এখন কথা হলো বাংলার ঢেকি ১৩ হাজার কিলোমিটার দূরে, পশ্চিম আফ্রিকার এক গহন গ্রামে এলো কি করে? সেই গল্পটাই শুনুন।



শান্তিরক্ষা মিশনে কাজ করতে এসে বাংলাদেশের সেনাসদস্যরা বঙ্গদেশীয় প্রযুক্তি এবং সংস্কৃতিও পৃথিবীর নানান বর্ণ ও ভূ-গোলে ছড়িয়ে দিচ্ছে প্রতিনিয়ত।

তখন সন্ধ্যা হয় হয়। গোখুলীলগ্নের লাল আভা অতলাস্তিকের জলে লেপ্টে আছে। আমরা হাঁটছিলাম সায়েদাবীচের সৈকতে। হঠাৎ এক মোল বছরের কৃষগঙ্গ তরুণ কোথেকে ছুটে এসে কর্ণেল খালেকের দিকে আঙুল তুলে কথ্য-বাংলায় বলে, তুই সেব্রোকো থাকস না? কর্ণেল খালেক ঘটনার আকস্মিকতায় লাফ দিয়ে দুই ফুট উঁচুতে উঠে যেন সৈকতের নরোম বালুর ওপর আছড়ে পড়েন। ছেলোটর নাম মুসা। দরিদ্র কিশোর। পরণে ছেঁড়া জিনস, স্লিভলেস ময়লা গেঞ্জি। পোক্ত গড়ন। অন্ধকার মুখে ফর্শা

একগুচ্ছ দাঁতের উজ্জ্বল হাসি । এরপর সে আমাদের সাথে সৈকতে হেঁটে বেড়ালো অনেকক্ষণ । অনর্গল কথা বলে চললো বাংলা ভাষায় । মুসা বলে, আমি বাংলাদেশে যেতে চাই, আমাকে নিবি ? আমি বললাম, নেব, যদি বাংলায় একটা গান শোনাতে পারিস । আমাদের যুগপৎ অবাক করে দিয়ে ও গান ধরলো, বুকটা ফাইট্রা যায়, আমার বুকটা ফাইট্রা যায় / বন্ধু যখন বৌ লৈয়া আমার বাড়ির সামনে দিয়া / রঙ্গ কৈরা হাইট্রা যায়, বুকটা ফাইট্রা যায় । শুধু যে গাইলো তা-ই নয়, মমতাজের মতো শরীর দুলিয়ে তালি দিয়ে দিয়ে নাচলো পর্যন্ত ।



এমন ঘটনা এখন সিয়েরা লিয়ন, লাইবেরিয়া, আইভরিকোস্ট, সুদানের আনাচে-কানাচে দেখা যায় । পেতি জিবপু বা কাসাপুতে বাংলার ঢেকি এরই ধারাবাহিকতামাত্র । মেজর তারেক ভাওয়ালী আমাদের মান ব্যাটেলিয়নের একজন ক্যাম্প কমান্ডার । তার কর্মএলাকার গ্রামগুলো পরিদর্শন করতে গিয়ে দেখেন, অতি প্রাচীন পদ্ধতিতে হাতের খাঁতায় অথবা কাহিল-ছিয়া দিয়ে আইভরিকোস্টের মেয়েরা তাদের প্রধান খাবার কাসাবা গুড়ো করছে কিংবা ধান ভেনে চাল বের করছে । এই পদ্ধতিতে সময় এবং পরিশ্রমের তুলনায় উৎপাদন অতি সামান্য । তিনি গ্রামের নেতাদের ডেকে বললেন, আমি তোমাদের এমন একটি প্রযুক্তি শেখাতে পারি যা দিয়ে অনেক কম সময়ে এবং কম পরিশ্রমে তোমাদের মেয়েরা অনেক বেশী ধান ভানতে পারবে এবং কাসাবা গুড়ো করতে পারবে । দিনরাত খেটে, ছুতারকে ছবি ঝুঁকিয়ে অবশেষে তারেক ভাওয়ালী তৈরী করলেন বাংলার ঢেকি, শেখালেন আইভরিকোস্টের কালো নারীদের কিভাবে এটা ব্যবহার করতে হয় ।

ঘটা করে এর আকিকাও হলো । পাকাপাকিভাবেই এর নাম রাখা হলো বাংলার ঢেকি । বাংলার ঢেকি এখন আইভরিকোস্টের উত্তরাঞ্চলে এক জনপ্রিয় প্রযুক্তি, ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে আশপাশের গ্রামে, গ্রাম

থেকে জেলায় । সাম্প্রতিককালে শুনতে পাচ্ছি, লাইবেরিয়া এবং সিয়েরালিয়নসহ পশ্চিম আফ্রিকার আরো অনেক দেশেই নাকি এই প্রযুক্তির রিপ্লিকেশন শুরু হয়ে গেছে ।



ঢেকির মতো অনেক প্রথাগত দেশীয় প্রযুক্তি বাংলাদেশ থেকে ক্রমশ হারিয়ে গেলেও হয়ত ঠিক এমনি করেই পৃথিবীর কোথাও না কোথাও এর ব্যবহার থেকে যাবে । কথাটা ভাবতে গিয়ে বিস্ময়বোধের পাশাপাশি নিজেকে কি খানিকটা ঔপনিবেশিক প্রভুর ভূমিকায় কল্পনা করে ফেললাম ?

আবিদজান, আইভরিকোস্ট

৪ জুন, ২০০৮